দৈনিক সংবাদ

তারিখ ...25 FEB 1997... ...
পৃষ্ঠা ... ৭ কলাম ৩.....

14

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন আজ

মাহবুবুল আলম ॥ বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আজ। বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এতে সভাপতি হিসেবে উপস্থিত থেকে স্নাতকদের মধ্যে সনদ বিতরণ করবেন।

সমাবর্তন উপলক্ষে গাজীপুরস্থ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসকে বিচিত্র সাজে সজ্জিত করা হচ্ছে। শহর থেকে দূরে কোলাহলমুক্ত শান্ত মনোরম পরিবেশের ক্যাম্পাসে ইতোমধ্যে উৎসব-উৎসব ভাব চলে এসেছে। যে ক্যাম্পাস সারাবছর থাকে নিস্তব্ধ ঘুমন্ত সে ক্যাম্পাস হয়ে উঠবে অন্তত একদিনের জন্য উৎসবমুখরিত। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের ব্যতিক্রমী এক বিশ্ববিদ্যালয়। এখানে নেই ছাত্রছাত্রীদের পদচারণা। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে অসংখ্য ছাত্রছাত্রী, অথচ তাদের কেউ কখনো আসে না বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে। এ ক্যাম্পাসে নেই হাজারো ছাত্রছাত্রীর আনাগোনা, নেই আড্ডা অথবা হৈ-হুল্লোড়। যে ছাত্রছাত্রীরা আসবেন সমাবর্তন অনুষ্ঠানে অংশ নিতে, হয়তো এটাই হবে তাদের বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে প্রথম আগমন।

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এড কোর্সে ডিগ্রি অর্জনকারী দু'হাজার পাঁচ শ' পঞ্চাশ জন ছাত্রছাত্রীর মাত্র তিনশ' নব্বইজন এই সমাবর্তন অনুষ্ঠানে অংশ নিচ্ছেন। আগামী ২৫শে ফেব্রুয়ারি সকালে জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় সমবেত হবেন সমাবর্তনে অংশগ্রহণকারীরা। সেখান থেকে বারটি ভাড়া করা দোতলা বাসে করে তাদের নিয়ে আসা হবে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে। ক্যাম্পাসে তৈরি করা হচ্ছে সুদৃশ প্যান্ডেল। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এড কোর্সে যারা লেখাপড়া করেন তাদের অধিকাংশই কর্মজীবী, তারা চাকরি করেন দেশের বিভিন্ন স্থানে। থাকার অসুবিধা, যাতায়াত, অর্থনৈতিক কারণ; অথবা অন্যান্য ব্যস্ততার কারণে অনেকেই অংশ নিতে পারছেন না সমাবর্তন অনুষ্ঠানে। ১৯৯৫ সালে উত্তীর্ণ ১৯৯৩ ও ১৯৯২ ব্যাচের ছাত্রছাত্রীরা এ সমাবর্তনে প্রধানমন্ত্রীর হাত থেকে গ্রহণ করবেন সনদপত্র। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ২৪শে ফেব্রুয়ারি বিকেলে সমাবর্তনে অংশগ্রহণকারীদের গাউন প্রদান করবেন। এ গাউন দেয়া হবে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ধানমন্ডি কার্যালয় থেকে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চারশ' গাউন আনা হয়েছে। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা যেহেতু দূরশিক্ষণে লেখাপড়া করেন ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার মাধ্যমে তাই এখানকার ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস এক অপরিচিত ব্যাপার। ক্যাম্পাসের সাথে তাদের সম্পর্ক নেই বললেই চলে। সমাবর্তন অনুষ্ঠান উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের ক্যাম্পাসে অন্তত একদিনের জন্য হলেও আসতে সুযোগ করে দিচ্ছে।

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা গত ক'দিন ধরে দারুণ ব্যস্ত দিন কাটাচ্ছেন। সমাবর্তন অনুষ্ঠান যেন তাদের নিজেদের বাড়ির এক মহাউৎসব। এখানকার ছাত্রছাত্রীরা যেন অচেনা অতিথি হয়ে আসছে নিজ বাড়ি। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পনেরটি সেন্টার থেকে এসব ছাত্রছাত্রী এসে সমবেত হবে অনেকদিন পর। সহপাঠী হয়েও যারা অপরিচিত ছিল একে অপরের কাছে। তারা এবার পরিচিত হবে নতুন করে।

অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মতই সব আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়েই অনুষ্ঠিত হবে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় সমাবর্তন। সকাল ১০টায় শুরু হবে সমাবর্তনের আনুষ্ঠানিকতা। অতিথিদের আসন গ্রহণ, চ্যান্সেলরের আগমন, সমাবর্তন শোভাযাত্রা এবং চ্যান্সেলরের শোভাযাত্রাসহ মঞ্চে আগমন ঘটবে অতিথিদের।